যুগান্তর

তারিখ ... 20 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৮ ... কলাম ... ৫ ...

আমতলী উপজেলার কালীবাড়ী নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষক কেশবচন্দ্র সপ্তম শ্রেণীর দুই ছাত্রী নাবিলা; খাদিজা ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী মর্জিনাকে একই শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করাচ্ছেন যুগান্তর

শিক্ষার্থী ১০ : শিক্ষক-কর্মচারী ১১

কালীবাড়ী নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়

মো. ওসিম সিকদার, *আমতলী থেকে*

বরগুনার আমতলী উপজেলার গুলিশাখালী ইউনিয়নের কালীবাড়ী নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রী পাওয়া গেছে মাত্র ১০ জন। শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছেন ১১ জন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পরিদর্শনে আসলে পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয় থেকে ছাত্রী ধার করে এনে হাজিরা সন্তোষজনক দেখাচ্ছে। ৩০ বছর ধরে এভাবেই কর্তৃপক্ষকে ম্যানেজ করে চলছে এ বিদ্যালয়টি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এ বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা কাগজে-কলমে ১৩৪ জন। বাস্তবে রয়েছে মাত্র ১০। শিক্ষক ৮ জন, করনিক ১ ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ২ জনসহ মোট ১১ জন। এর মধ্যে বেতনভুক্ত ১০ জন। ১ জন সদ্য নিয়োগ পেয়েছেন। শিক্ষক-কর্মচারী বিদ্যালয়ে আসলেও স্বাক্ষর দিয়ে চলে যান নিজের কাজে। শনিবার সরেজমিন ঘুরে দেখা যায় দুই শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করাচ্ছেন। দু'জন শিক্ষক ছুটিতে আছেন। অথচ সাতজন শিক্ষক-কর্মচারী হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর থাকলেও তাদের বিদ্যালয়ে দেখা যায়নি। অষ্টম শ্রেণীর কক্ষে গিয়ে কোনো ছাত্রী পাওয়া যায়নি। একজন ছাত্রী আসলেও তাকে সপ্তম শ্রেণীর ক্লাসের সঙ্গে বসিয়ে শিক্ষক পাঠদান করাচ্ছেন। সপ্তম শ্রেণীতে দু'জন ছাত্রী উপস্থিত রয়েছে। অষ্টম শ্রেণীর একজনসহ মোট তিনজন ছাত্রীকে শিক্ষক কেশব চন্দ্র পাঠদান করাচ্ছেন। ষষ্ঠ শ্রেণীতে গিয়ে দেখা যায় ছয়জন ছাত্রীকে নিয়ে শিক্ষক শাহ আলম ক্লাসে পাঠদান করাচ্ছেন। অথচ কাগজে-কলমে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ছাত্রী সংখ্যা ৪২ জন, সপ্তম শ্রেণীতে ৪৫ জন ও অষ্টম শ্রেণীতে ৪৭ জন ছাত্রী দেখানো হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রীদের হাজিরা খাতায় উপস্থিতি দেখানো হয়েছে ২৪ জন কিন্তু বাস্তবে রয়েছে সাতজন। সপ্তম শ্রেণীতে দু'জন উপস্থিত থাকলেও খাতায় কোনো উপস্থিতি নেই। অষ্টম শ্রেণীতে একজন উপস্থিত কিন্তু খাতায় কোনো উপস্থিতি নেই। তারপরও এ বিদ্যালয়ে পাঁচজন শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি দেয়া হয়। শিক্ষক লোকমান হোসেন জানান, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এভাবে চলছে। প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দিন জানান, শনিবার চুনাখালী হাটের দিন থাকায় ৩০ জন ছাত্রী উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু ওই দিন উপস্থিত ছাত্রীর সংখ্যা ১০ জন। আমতলী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো. গোলাম মোস্তফা জানান, শিক্ষারমান উন্নয়নে ছাত্রছাত্রী বৃদ্ধির জন্য বারবার তাগাদা দেয়া সত্ত্বেও তারা কোনো কর্ণপাত করছে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া উচিত।